BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

মানুষ শয়তানদের ইতিবৃত্ত

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

ভূমিকাঃ শয়তান মানুষের সবচাইতে প্রাচীন দুশমন। তবে এই দুশমনি সত্ত্বেও সে নিজের শঠতা ও প্রতারণার দ্বারা মানবজাতির মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোককে নিজের অনুসারী বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের অনুসারী রয়েছে তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে মনের অজান্তে বিপথে চালিত হয়। আরেক ধরনের মানুষ অন্যায় করার সময় বুঝতে পারে যে, এটা শয়তানের কাজ; কিন্তু স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়নার কারণে সে কাজকে বর্জন করতে পারে না। আরেক ধরনের মানুষ শয়তানের মিশন বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করে। শয়তান যেমন আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর সৃষ্টি মানবজাতির সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত লাভের পথ থেকে দূরে সরিয়ে ধ্বংস ও অকল্যাণের মাঝে নিক্ষেপ করতে চায়, এই শয়তানী চরিত্রের মানুষেরাও ঠিক অনুরূপ কামনাই পোষণ করে। এই শেষোক্ত দলটির সম্পর্কেই আমাদের এ আলোচনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে দুইটি দলে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে আল্লাহর দল, অপরটি শয়তানের দল। এরশাদ হচ্ছে, "যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।" (সূরা নিসাঃ ৭৬) বলাবাহুল্য, শয়তানের চক্রান্তকে দুর্বল করার জন্য আল্লাহর পথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে, কোনপ্রকার কূটনৈতিক লড়াইয়ে তাদেরকে পরাস্ত করা যাবে না। কূটকৌশলে শয়তানের অনুসারীরাই আমাদের চেয়ে অধিক পারদর্শী। কারণ, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে কেবল কূটকৌশলের যোগ্যতাই দান করেছেন, সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করেননি। তাই কূটকৌশলের ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসারীরা শয়তানের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করতে পারলেও শক্তির মোকাবেলায় তারা কোন শয়তানী সাহায্য লাভ করতে পারে না।

মানুষ শয়তানের আলামতঃ মানুষের মধ্যে কেউ শয়তান কিনা বা শয়তানের সহযোগী ও দোসর কিনা সেটা নির্ণয় করার জন্য আল কুরআনে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের উপর।" (সূরা শোয়ারাঃ ২২১,২২২) অর্থাৎ, মিথ্যাচার ও পাপাচার এই দুইটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে, সেই শয়তানের দোসররূপে পরিগণিত হবে। মিথ্যা ও পাপ যদিও কমবেশি সকলেই করে থাকে, কিন্তু যারা মিথ্যা ও পাপকে নিজেদের ভিত্তি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মিথ্যা ও পাপের পক্ষে সত্য ও পুণ্যের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তারাই শয়তানের দালাল। শয়তান সশরীরে হাজির হয়ে হোক অথবা অন্তরে ওহী করে হোক এ ধরনের লোকদের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় রাখে। শয়তান অবশ্য সব মানুষের কাছেই কমবেশি এসে থাকে এবং কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায়। তবে আমরা শয়তানের বন্ধু হিসেবে তাদেরকেই গণ্য করব, যারা শয়তানের আগমনকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে স্বাগত জানায়, সম্পূর্ণ জেনেশুনে আন্তরিকভাবে শয়তানকে বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করে এবং শয়তান যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তারা সেই একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেদেরকে নিবেদিত করে।

কার্যপ্রণালীঃ মানুষকে বিপথগামী করা এবং মানুষের জান-মালের অনিষ্ট সাধনের জন্য মানুষরূপী শয়তানরা বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে। আমরা এখানে তাদের কতিপয় কার্যনীতির কথা আলোচনা করব।

(১) কুমন্ত্রণাঃ কুমন্ত্রণাই শয়তানদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার। এ কাজে জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান কেউ কারো চেয়ে কম নয়। সূরা নাসে এদেরকেই 'খান্নাস' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, জিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরা রয়েছে যারা মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। ইবলীস শয়তান কিন্তু আদমকে জোরপূর্বক গন্দম ফল খেতে বাধ্য করেনি, কোনপ্রকার নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের আশ্রয় নেয়নি, বরং ভুলিয়ে ভালিয়ে আদর করে নিষিদ্ধ জিনিস খেতে প্ররোচিত করেছিল। মানুষের মধ্যে শয়তানের এজেন্টরাও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য মিষ্টি কথা ও সুন্দর আচার-ব্যবহারের দ্বারা মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয় এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। ইবলীস শয়তান যেমন গন্দমকে উপকারী ও কল্যাণকর সুখাদ্য বলে আদম (আঃ)-কে প্রবোধ দিয়েছিল, তেমনি মানুষ শয়তানরাও ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি মানুষের অনীহা দূর করার জন্য কথার মারপ্যাঁচে সংশ্লিষ্ট হারাম জিনিসটিকে ভিন্ন কোন হালাল জিনিসের পরিচয়ে চালিয়ে দেয়। মানুষকে ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য মানুষ শয়তানরা জিন শয়তানদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি মানুষ ও জিন শয়তানদেরকে, যারা (মানুষকে) ধোঁকা দেয়ার জন্য একে অপরকে চাকচিক্যময় কথাবার্তা শিক্ষা দেয়।" (আনআম) অতএব, আমরা যদি শত্রু-মিত্র ও আপন-পর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই প্রাধান্য দেই, তাহলে শয়তানের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, শয়তানরাই আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ভাল ব্যবহারের আশ্রয় নেয়। পক্ষান্তরে আপনজনেরা খারাপ উদ্দেশ্য না থাকায় ভাল ব্যবহারের দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনও বোধ করে না, মানুষের কাছে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টাও করে না। এমতাবস্থায় দুর্জনদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে খারাপ উদ্দেশ্য থাকাকেই বন্ধুত্ব লাভের মাপকাঠি বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে, শয়তানকে তার শয়তানীর জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

(২) যাদুটোনাঃ যাদুটোনা হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি যা মানুষ শয়তানরা জিন শয়তানদের সাহায্য নিয়ে করে থাকে। এ কাজ যারা করে তারা সহজে ধরা পড়ে না। কারণ, এ প্রক্রিয়ায় কারো ক্ষতি সাধন করলে তা কেউ বুঝতে পারে না যে কিভাবে হলো। মানুষের কাছে এগুলো নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়। যাদুটোনার ব্যাপারটা যে সত্য তা বোঝা যায় আল কুরআনে

উল্লেখিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "এবং তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল--- মানুষকে তারা যাদু শিক্ষা দিত।" পৃথিবীতে কিছু লোক যে এমন আছে যারা শয়তানের মদদে আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেসব লোকদের পারলৌকিক স্বীকারোক্তি সম্বলিত একটি আয়াত থেকে। আয়াতটি হলো, "হে জিন সম্প্রদায় তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগত করেছিলে। আর মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের মধ্যে একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছে।" (সূরা আনআম) এ থেকে বোঝা যায়, মানুষরূপী শয়তানরা নিজেদের ব্যক্তিগত পাপকাজ এবং মানুষের অনিষ্ট সাধনের কাজে জিন শয়তানদের কাছে সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করে থাকে। কুমন্ত্রণার জন্য পরামর্শ প্রদান কিংবা যাদুটোনার কার্য সাধন সর্বক্ষেত্রেই তাদের এ পারস্পরিক সহযোগিতা হয়ে থাকে। প্রকাশ্য শত্রুতা তথা জুলুম-অত্যাচার ও বলপ্রয়োগে যখন সুবিধা করতে না পারে, বন্ধু সেজে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করার পলিসিও যখন ব্যর্থ হয়, তখনই একজন মানুষ শয়তান যাদুটোনাকে শেষ চেষ্টা হিসেবে বেছে নেয়। সরাসরি কারো জীবন ও সম্ভ্রম নষ্ট করলে তাতে অপরাধীর জেল-ফাঁস হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কুমন্ত্রণা দিয়ে বা যাদুটোনার মাধ্যমে কারো মৃত্যু বা পদস্খলন ঘটাতে পারলে সাপও মারা যায়, লাঠিও ভাঙ্গে না।

(৩) বলপ্রয়োগঃ বলপ্রয়োগের ক্ষমতা কেবল মানুষ শয়তানদেরই একচেটিয়া অধিকার। জিন শয়তানদের কাউকে মানুষের উপর এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। জিন শয়তানরা কেবল তত্ত্ব বা থিউরী প্রদান করেই খালাস। মানবজাতির উপর এর প্রাকটিকাল বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব মানুষের মধ্যকার শয়তানদেরকেই বহন করতে হয়। কারণ, তারা কথা না শুনলে মানুষকে শাস্তি দিতে পারে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিজেদের নীতি ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে মানুষকে বাধ্য করতে পারে। কেউ ব্যভিচারে সম্মত না হলে তার সতীত্ব নষ্ট করার জন্য তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করতে পারে; কেউ হারাম জিনিস খেতে রাজি না হলে চেপে ধরে গিলিয়ে দিতে পারে; কেউ নামায পড়তে বা কুরআন শিখতে যেতে চাইলে তাকে কোন রুমের ভিতর আটকে রাখতে পারে। জিন শয়তানদের হাতে আমাদের উপর বলপ্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় তাদের সাথে আমাদের শক্তির লড়াইয়ে লিপ্ত হবার প্রয়োজন নেই, তাই আমাদেরকেও সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে মানুষ শয়তানদের হাতে আমাদের উপর বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় আমাদেরও তাদেরকে বলপ্রয়োগে নির্মূল করা প্রয়োজন, তাই আমাদেরকেও তাদের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

মানুষ যে কারণে শয়তানের কবলে পড়েঃ মানুষ যে শয়তানের কবলে পতিত হয় তার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে শয়তানের প্রতি ভালবাসা ও নতজানু মনোভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।" (সূরা নহলঃ১০০) শয়তানকে অংশীদার মানার অর্থ হচ্ছে শয়তানকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসা হয় শয়তানকে সেরূপ ভালবাসা এবং আল্লাহর সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করা হয় শয়তানের প্রতি সেরূপ ধারণা করা। আল্লাহকে আমরা যেমন নিজেদের কল্যাণকামী বলে বিশ্বাস করি এবং তিনি আমাদের সুখ-দুঃখ যা দেন সবকিছু আমাদের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন এই মর্মে আকীদা পোষণ করি, সেরূপ ধারণা যদি শয়তানের প্রতি পোষণ করা হয় এবং শয়তানের ভাল-মন্দ সব ধরনের ব্যবহারকে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে বিশ্বাস করা হয়, তাহলেই শয়তানকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে। বলাবাহুল্য, মূল ইবলীস শয়তানের সম্পর্কে আল্লাহর বান্দারা কেউ এরূপ ধারণা করে না। জেনেশুনে জিন শয়তানের আনুগত্য কেবল মানুষ শয়তানরাই করে থাকে। তবে এই মানুষ শয়তানরা অনেক সময় ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের কাছে এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে আল্লাহর এবাদতকারী মানুষরাও শয়তানের গোলামীর নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে। কেউ যখন কোন মানুষরূপী শয়তানের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে এমন শর্তহীন আনুগত্য শুরু করে যে, সে ভাল-মন্দ যা দেবে তাই নিজের জন্য কল্যাণকর ভেবে অন্ধভাবে গ্রহণ করবে; তখন এক পর্যায়ে সে ঈমানী শক্তি ও আল্লাহর এবাদতের ক্ষমতা হারিয়ে শয়তানের দাসানুদাসে পরিণত হয়। শয়তানের প্রতি কোনরূপ দুর্বলতা থাকলে মানুষ বিজয়ী ও শক্তিশালী হয়েও শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে। পক্ষান্তরে শয়তানের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা থাকলে পরাজিত ও বন্দী হলেও শয়তানের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

উপসংহারঃ শয়তানী চক্রের চাল-চলন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার পর আমাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে। তাহচ্ছে হয় তাদের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, অথবা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর পথকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তাআলার সতর্কবাণী, "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ।" (সূরা ইয়াসিনঃ৬০,৬১) অতএব, শয়তানের পূজা করে অযথা আমাদের মূল্যবান সময়, ঈমান, চরিত্র ও জীবন নষ্ট না করে প্রকৃত বন্ধু আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগ করাটাই আমাদের কর্তব্য। কেউ আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বিপদে পড়লে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন না, কেবল পরীক্ষা করেন মাত্র। কিন্তু শয়তানের পথে চলতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে সে তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। মনে রাখতে হবে, শয়তান আসলে কোন মানুষকেই ভালবাসে না, কেবল আল্লাহর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মানুষের কল্যাণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই শয়তানের নেই। যারা আল্লাহর এবাদত করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, উত্তম প্রতিদান দেন। কিন্তু যারা শয়তানের এবাদত করে, শয়তান তাদেরকে ভালও বাসে না, পুরস্কারও দেয় না, কেবল নিজের স্বার্থে আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে মাত্র। "শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" (সূরা ফাতিরঃ৬) এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে মানুষের প্রতি নিজের শত্রুতা চরিতার্থ করা ছাড়া শয়তানের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জিন ও মানুষ উভয় শয়তানদের ক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। যেই শয়তানরা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে আগুনের জ্বালানি বানাতে চায়, সেই শয়তানদেরকে বর্জন করতে পারার মাঝেই আমাদের দোজাহানের সার্বিক কল্যাণ নিহিত।